**বিষয়: উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ সংক্রান্ত।**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রঃ নং | উদ্ভাবনের নাম | উদ্ভাবনের সংক্ষিত বিবরণ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা | উদ্ভাবনের ছবি | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১. | ভেহিক্যাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম | বিজেএমসি’র প্রধান কার্যালয়ের অধীন ৩৪টি ছোট গাড়ী রয়েছে। প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়ীসহ সকল গাড়ীর মেরামত, টায়ার, ব্যাটারি পরির্বতন করা হয়ে থাকে। এ সকল তথ্য জরুরি ভিত্তিতে গাড়ী মেরামতের সময় প্রয়োজন হয়। এছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বন্ধের দিনসহ অন্যান্য সময়ে অফিসিয়াল/ব্যক্তিগত কাজে গাড়ী রিকুইজিশন করতে হয়। রিকুইজিশনটি অনুমোদন সাপেক্ষে রিকুইজিশনকারীর অনুকূলে পরিবহন শাখা হতে ব্যবহারের জন্য গাড়ী বরাদ্দ দেয়া হয়। উল্লিখিত বিষয়ে অনলাইন এ্যাপ্লিকেশন সফটওয়ার তৈরি করা হলে কর্তৃপক্ষ একদিকে যেমন গাড়ীর তথ্য দ্রুত জানতে পারবে অন্যদিকে গাড়ী রিকুইজিশনকারীর অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় সময় ব্যয় হবে না। সফটওয়ারটির মাধ্যমে যার গাড়ী প্রয়োজন হবে সে রিকুইজিশন ফরমটি পূরণ করে সাবমিট করবে এবং অনুমোদনকারী অনুমোদন করলে ফরমটি পরিবহন শাখায় আসবে। পরিবহন শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাড়ী থাকা সাপেক্ষে গাড়ী বরাদ্দ দিবে। গাড়ী বরাদ্দ হওয়ার সাথে সাথে ড্রাইভার ও রিকুইজিশনকারীর নিকট এসএমএস যাবে। | ১। সেবা সহজিকরণসহ প্রত্যেকটি ভেহিক্যালের আলাদা আলাদা তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যাবে।  ২। মেরামতের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়ায় গাড়ী মেরামত সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময় পূর্বের তুলনায় কম লাগবে।  ৩। গাড়ীর ব্যাটারি, টায়ার ইত্যাদির ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে আছে কি-না তা সাথে সাথে জানা যাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সিগন্যাল দিবে।  ৪। গাড়ী রিকুইজিশন ফরম অনলাইন ভিত্তিক হওয়ায় কাগজ, কম্পিউটার, প্রিন্টার চালানোর বিদ্যুৎ খরচ, প্রিন্টারের কালি, শাখায় শাখায় যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়গুলো সাশ্রয়ী হবে।  ৫। বন্ধের দিন গাড়ি পেতে সমস্যা মুক্ত হবে।  ৬। গাড়ী ও ড্রাইভার রিজার্ভে আছে কি-না তা সাথে সাথে জানতে পারবে। |  | ২০২০-২১ অর্থ বছরে পাইলটিং করার জন্য মনোনীত |
| ২. | ই-একাউন্টিং সিস্টেম | বিজেএমসি’র নিয়ন্ত্রিত ২৫টি মিলের চলতি হিসাব ও প্রধান কার্যালয়ের হিসাব সংক্রান্ত কাজ বিশাল আকারের। উল্লিখিত কাজগুলো বর্তমানে পুরাতন মডিফাইড সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়ে থাকে এবং একই সংগে ই-মেইলেও চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এতে তথ্য সংক্রান্ত কার্যক্রমে যেমন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সময়ও বেশি লাগে। পুরাতন সফটওয়্যারে নতুন করে কোন মডিফিকেশন করা না যাওয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ভাতা, জেনারেল লেজার, ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয়। ভবিষ্যৎ তহবিলের তথ্যের হিসাব এবং এর লভ্যাংশ বন্টনেও সমস্যা পরিদৃষ্ট হয়। বিল ভাউচার সংক্রান্ত তথ্য এন্ট্রির জন্য ১টি মাত্র ডেস্কের কাজের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়, গতিশীলতা আসে না।  এমতাবস্থায়, একাউন্টিং সফটওয়ার ব্যবহার করা হলে উল্লিখিত সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে। ফলে কম সময়ে তথ্য নির্ভুলভাবে এন্ট্রি দেয়া এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভবপর হবে। | ১। ডেস্ক ভিত্তিক একাধিক পয়েন্টে এন্ট্রি করায় ডাটা এন্ট্রিতে সময় কম লাগবে।  ২। বর্তমানে ভাউচার এন্ট্রি একজন করায় সময় বেশি লাগে। সফটওয়ার হলে যার যার এন্ট্রি ডেস্ক ভিত্তিক হওয়ায় সময় বাচঁবে।  ৩। শাখা ভিত্তিক প্রতিবেদন বের করা যাবে।  ৪। মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক রিপোর্ট আলাদাভাবে তাৎক্ষনিক রিপোর্ট করা যাবে।  ৫। রিপোর্ট গুলো ই-মেইল, পিডিএফ, এক্সেল ইত্যাদি ফরম্যাটে করা যাবে।  ৬। তথ্যগুলো দ্বারা গ্রাফিক্যাল এনালাইসিস করা সম্ভব হবে।  ৭। একাউন্টিং এর 4i Principle বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।  ৮। অন্য যেকোন সময়োপযোগী ফিচার সংযুক্ত করার সুযোগ থাকবে। |  |  |